আদিত্য সাহায্য পেয়েছেন

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

'আদিত্য' নামে একটি পুরানো ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে ছিল এক অনন্য গ্রামে সবুজ মাঠের মাঝে। আদিত্য একজন শিখ ছিলেন এবং বহু বছর ধরে কৃষকদের বিশ্বস্তভাবে সেবা করেছিলেন, ক্ষেত চাষ করেছিলেন এবং মালামাল বহন করেছিলেন।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

2

সময়ের বিপর্যয় এসেছে।
ক্ষেতের চাহিদা মেটাতে ট্রাক্টরের সাহায্য দরকার ছিল।এর ইঞ্জিন গর্জন করছিল এবং প্রতিটি মোড়ে এর চাকাগুলি টলমল করে উঠছিল

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

3

এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, হঠাৎ ট্রাক্টরটি বিকল হয়ে যায়। এটি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল এবং এর ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আগেই থেমে গিয়েছিল। ট্রাক্টরটি মাঠের মাঝখানে আটকে যায় এবং সামান্য নড়তেও পারেনি।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

4

কৃষকরা আশপাশে জড়ো হয়ে বিস্ময়ে মাথা নাড়ল। তারা জানত যে ট্র্যাক্টর তাদের লাইফলাইন; এটা ছাড়া তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। পুরানো ট্রাক্টরটি মেরামত করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

5

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

6

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

7

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। সেই সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের সাথে সাথে, 'রোহিত' নামে এক ক্লান্ত কৃষক ভারী মন নিয়ে ট্র্যাক্টরের কাছে আসেন।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

8

তিনি একজন বুদ্ধিমান মেকানিকের কথা শুনেছিলেন যিনি দূরের গ্রামে বাস করতেন এবং ভাঙা মেশিন মেরামত করতে পারদর্শী ছিলেন।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

৭

আশার আলো নিয়ে রোহিত মেকানিকের কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবল। ট্রাক্টরকে সাহায্য করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে রওনা হলেন।

10

এদিকে, ট্র্যাক্টরটি মাঠে একা ছিল, চাঁদের আলোয় তার ধাতব আলো জ্বলছিল। নির্জনে, ট্র্যাক্টর তার দুর্দশার কথা ভাবল। একজন শিখ হিসাবে, তিনি সর্বদা সমাজের সেবা করার জন্য গর্বিত ছিলেন, এখন তিনি নিজেকে 'অসহায় এবং সাহায্যের প্রয়োজন' অনুভব করেছেন।

"আমি তোমার সাথে আসব," মেকানিক বলল। "একসাথে, আমরা ট্রাক্টরের জীবন ফিরিয়ে আনব।"

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

13

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, রোহিত এবং মিস্ত্রি গ্রামে ফিরে যান।তারা সমস্ত রাস্তা ধরে একে অপরের সঙ্গে গল্প ও হাসি মজা করতে করতে সময় পার করে এবং একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

14

সূর্য ওঠার সাথে সাথে তারা ট্র্যাক্টরের কাছে পৌঁছে যায়। সূর্যের রশ্মিতে মাঠের উপর সোনালী আভা দেখা যাচ্ছিল।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

15

আশেপাশের গ্রামের লোকজন জড়ো হয়।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

16

মেকানিক ট্রাক্টরের ইঞ্জিন ও চাকা মেরামত শুরু করে।

17

সূর্যের রশ্মি মাঠে পড়ার সাথে সাথেই ভাঙা ট্র্যাক্টরটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, এর ইঞ্জিনটি সন্তুষ্ট বিড়ালের মতো বেজে উঠছিল।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

18

তাদের প্রিয় ট্রাক্টর ফেরত দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রামবাসীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

19

কিছু দিন পরে, ট্রাক্টরটি নতুন উদ্যমে সমাজের সেবা করতে থাকে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি, তিনি একটি মূল্যবান পাঠ শিখেছিলেন - 'নম্রতার গুরুত্ব এবং যখন আপনার প্রয়োজন হয় সাহায্য চাওয়ার শক্তি'।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

ট্র্যাক্টরের মাধ্যমে তিনি শিখ ধর্মের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবা এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের স্বীকৃতি একত্র করেছে।

21

তার সংগ্রামের মাধ্যমে, ট্র্যাক্টরটি আশার আলো হয়ে ওঠে এবং গ্রামবাসীদের মনে করিয়ে দেয় যে 'ঐক্য ও সহানুভূতির সাথে' মুখোমুখি হলে কোনো চ্যালেঞ্জই খুব কঠিন নয়।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

বাচ্চাদের জন্য পাঁচ মিনিটের কাজ

খাবারের পাঁচ মিনিট আগে বাচ্চাদের মুল মন্ত্র পড়তে উৎসাহিত করুন। এই অনুশীলন তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মনোযোগ এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। বিকল্পভাবে, তাদের তরুণ মনকে স্থির করার জন্য যেকোনো কাজের আগে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ শুরু করুন। এই অনুশীলনগুলি তাড়াতাড়ি শুরু করার মাধ্যমে, শিশুরা শিখ মূল্যবোধের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সমাজের ভবিষ্যৎ গঠন করে।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

শিখদের দশ গুরু সাহেবানের নাম

1) গুরু নানক দেব
2) গুরু অঙ্গদ দেব
3) গুরু অমরদাস
4) গুরু রামদাস
5) গুরু অর্জন দেব
6) গুরু হরগোবিন্দ সাহেব
7) গুরু হর রায়
8) গুরু হর কৃষাণ
9) গুরু তেগ বাহাদুর
10) গুরু গোবিন্দ সিং

গুরু গোবিন্দ সিং শিখ গুরুদের বংশের পর গুরু গ্রন্থ সাহেবকে চিরন্তন গুরু হিসেবে ঘোষণা করেন।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

মুল মন্ত্র আবৃত্তি

ੴ সতিনামু করতা পুরখু নিরভউ নিরবৈরু অকাল মূরতি অজূনী সৈভং গুরপ্রসাদি ॥

অকাল-পুরুষ একজন, যার নাম ‘অস্তিত্বশীল’ যিনি জগতের স্রষ্টা, (কর্তা) যিনি সর্বব্যাপী, ভয় মুক্ত (নির্ভয়), শত্রু মুক্ত (অজাতশত্রু), যার স্বরূপ সময়ের বাইরে থাকে (ভাব, যার দেহ অবিনশ্বর), যিনি জন্মের সাধারণ নিয়মের মধ্যে আসেন না, যার আবির্ভাব স্বয়ং প্রকাশ পেয়েছে এবং এই সমস্ত কিছু সতগুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হয়।

॥ জপু ॥

জপ করো। (যা গুরুর বক্তৃতার শিরোনাম হিসাবেও বিবেচিত হয়।)

আদি সচু জুগাদি সচু ॥

নিরাকার (অকালপুরুষ) মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সত্য ছিলেন, যুগের শুরুতেও সত্য (স্বরূপ) ছিলেন।

হৈ ভী সচু নানক হোসী ভী সচু ॥১॥

এখন বর্তমানেও তাঁর অস্তিত্ব আছে, শ্রী গুরু নানক দেব জী বলেছেন, ভবিষ্যতেও এই সত্যস্বরূপ নিরাকারের অস্তিত্ব থাকবে।। ১।।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

গুরু শব্দ

পउড়ী ॥

পাউরি॥

जा तू मेरै वलि है ता किआ मुहछंदा ॥

হে ঈশ্বর ! তুমি যখন আমার সাথে থাকো তখন আমার কারো উপর নির্ভর বা আশা করার কি দরকার?

तुधु सभु किछु मैनो सउपिआ जा तेरा बंदा ॥

সত্য এই যে, আপনি আমাকে সবকিছু দিয়েছেন এবং আমি কেবল আপনার দাস।

लखमी तोटि न आवई खाइ खरचि रहंदा ॥

আমি নিঃসন্দেহে যতই খাই আর খরচ করি না, কেন কিন্তু ধন-সম্পদদের যেন কোন অভাব না থাকে।

लख चउरासीह मेदनी सभ सेव करंदा ॥

চৌরাশি লক্ষ প্রজাতির সমস্ত জীব জগৎ তোমারই পূজা করে।

एह वैरी मित्र सभि कीतिआ नह मंगहि मंदा ॥

তুমি আমার সকল শত্রুকে আমার বন্ধু বানিয়েছ এবং এখন তারা আমার কোন ক্ষতি চায় না।

लेखा कोइ न पुछई जा हरि बखसंदा ॥

যখন পরমাত্মা ক্ষমাশীল তখন কর্মের হিসাব কেউ জিজ্ঞেস করে না।

अनंदु भइआ सुखु पाइआ मिलि गुर गोविंदा ॥

গোবিন্দ গুরুর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমরা পরম সুখ লাভ করেছি এবং আমাদের মনে কেবল আনন্দ রয়েছে।

सभे काज सवारिऐ जा तुधु भावंदा ॥७॥

চাইলেই সব কাজ সিদ্ধ হয় ॥ ৭।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

গুরু শব্দ

राखा एकु हमारा सुआमी ॥

আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন,

सगल घटा का अंतरजामी ॥१॥ रहाउ ॥

সকলের মনের ভাব তিনি জানেন ॥১॥ থাকো।

सोइ अचिंता जागि अचिंता ॥

সেখানে ঘুমানো এবং জেগে ওঠার সময় কোন চিন্তা নেই।

जहा कहां प्रभु तूं वरतंता ॥२॥

হে ঈশ্বর! যেখানেই কাজ করছেন।

घरि सुखि वसिआ बाहरि सुखु पाइआ ॥

ঘরে-বাইরে তিনি শুধু সুখই পেয়েছেন,

कहु नानक गुरि मंत्रु द्रिड़ाइआ ॥३॥२॥

হে নানক! গুরু এই মন্ত্রকে শক্তিশালী করেছেন ॥৩॥২॥

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

গুরু শব্দ

গউড়ী মহলা ৫ ॥
গৌড়ি মহল্লা ৫ ॥

থিরু ঘরি বৈসহু হরি জন পিআরে ॥
হে ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ! নিজের হৃদয়ের ঘরে একাগ্র হয়ে বসো।

সতিগুরি তুমরে কাজ সবারে ॥১॥ রহাউ ॥
সতগুরু তোমার কাজ সাজিয়েছেন।॥১ ॥ থাকো।

দুসট দূত পরমেসরি মারে ॥
পরমেশ্বর দুষ্ট ও নীচদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

জন কী পৈজ রখী করতারে ॥১॥
নিজের সেবকের প্রতিষ্ঠা সৃজনহার প্রভু রেখেছেন।॥১॥

বাদিসাহ সাহ সভ বসি করি দীনে ॥
জগতের রাজা-মহারাজা প্রভু সকলকে নিজের সেবকের অধীনস্থ করেছেন।

অম্রিত নাম মহা রস পীনে ॥২॥
তিনি ভগবানের নামের অমৃতের পরম রস পান করেছেন।॥২॥

নিরভউ হোइ ভজহু ভগবান ॥
নির্ভয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করুন।

সাধসংগতি মিলি কীনো দানু ॥৩॥
সাধুসঙ্গে মিশে ঈশ্বরের স্মরণের এই দান (ফল) অন্যকেও প্রদান করো ॥৩॥

সরণি পরে প্রভ অংতরজামী ॥
নানকের উক্তি যে হে অন্তর্যামী প্রভু! আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি।

নানক ওট পকরী প্রভ সুআমী ॥৪॥১০৮॥
আর তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমর্থন নিয়েছেন। ৪ ॥১০৮॥

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

কেন আপনাকে পাগড়ী করতে হবে

- **সুপারহিরো হওয়ার প্রতীক:** পাগড়িকে একটি বিশেষ সুপারহিরো প্রতীক হিসেবে ভাবুন! এটি তৈরি করেছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং নামে একজন জ্ঞানী গুরু,এবং এটি সবাইকে দেখায় যে আপনি শিখ দলের অংশ যারা অন্যদের সাহায্য করতে এবং সঠিক কাজ করতে বিশ্বাস করে।

- **সবাই সমান:** অনেক আগে, শুধুমাত্র অতি-ধনীরা একচেটিয়া মাথার পোশাক পরতেন। কিন্তু গুরু চেয়েছিলেন যে সবাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমান বোধ করুক, এই কারণেই তিনি সমস্ত শিখদের জন্য পাগড়ীকে একটি প্রতীক বানিয়ে দিয়েছে ।

- **প্রতিশ্রুতি এবং শক্তি:** পাগড়ি শিখদের তাদের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয়: দয়ালু, সাহসী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকা। এমনকি এটি বাঁধা ধ্যানের মতো, যা আপনাকে ধ্যান মগ্ন করতে সহায়তা করে।

- **ব্যবহারিক জিনিস:** পাগড়িও দরকারী ছিল! তারা মাথা এবং লম্বা চুল সুরক্ষিত উপাসনালয়গুলি (যা শিখদের কাছে পবিত্র) পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করেছে।

- **রাজকীয় অনুভূতি:** শিখরা প্রায়শই তাদের পাগড়িকে মুকুট হিসাবে বিবেচনা করে। গয়নাগুলির সাথে নয়, তবে আপনার হৃদয়ের ভিতরের একটি, আপনাকে মনে করিয়ে দেয় যে আপনি শক্তিশালী এবং আপনার বিশ্বাসের সাথে একটি বিশেষ সংযোগ রয়েছে।

- **মেয়েরা এবং ছেলেরা:** পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই গর্বিতভাবে পাগড়ি পরতে পারে, এটি দেখায় যে প্রত্যেকে শক্তিশালী হতে পারে এবং তাদের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে।

- **আপনার পছন্দ**: যদিও পাগড়ি বিশেষ, প্রতিটি শিখ সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কীভাবে তাদের বিশ্বাস প্রদর্শন করবে কেউ কেউ ছোট বা ভিন্ন মাথার আবরণও পরতে পারে।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

গুরুদ্বারে মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি:

- **জুতা খুলুন:** গুরুদ্বারগুলোতে জুতা রাখার জন্য বিশেষ কক্ষ রয়েছে। লোকেরা যেখানে প্রার্থনা করে সেখানে মেঝে পরিষ্কার রাখা সম্মানের লক্ষণ।

- **আপনার মাথা ঢেকে রাখুন:** গুরুদুয়ারায় সবাই তাদের মাথা স্কার্ফ বা একটি ছোট পাগড়ি দিয়ে ঢেকে রাখে। এটি পবিত্র গ্রন্থের (গুরু গ্রন্থ সাহেব) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। আপনার কিছু না থাকলে চিন্তা করবেন না, তাদের সাধারণত আরও বেশি থাকে!

- **শান্ত কণ্ঠ:** আপনি যখন প্রধান প্রার্থনা কক্ষে থাকবেন তখন আপনার ভেতরের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করুন। লোকেরা হয়তো ধ্যান করছে বা গুরু গ্রন্থ সাহেবের আবৃত্তি শুনছে।

- **মেঝেতে বসুন:** গুরুদ্বারে কোন চেয়ার নেই। কার্পেট করা মেঝেতে সবাই একসাথে বসে। ক্রস-পায়ে বসার চেষ্টা করুন, এটা মজা!

- **নত করে প্রণাম:** আপনি হয়তো মানুষকে গুরু গ্রন্থ সাহেবের সামনে মাথা নত করতে দেখেছেন, যা আরও সম্মান দেখানোর একটি উপায়!

- **হুকামনামা:** গুরুর আজকের বাণী, পড়ুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন।

- **লঙ্গার সময়!** গুরুদ্বারগুলিতে লঙ্গার নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের রান্নাঘর রয়েছে। সবাই একসাথে বসে একটি সুস্বাদু ফ্রি খাবার ভাগ করে নেয়। এটা কোন ব্যাপার নয় যে আপনি কে, আপনাকে সব সময়ের জন্য স্বাগত জানাই।

অন্যান্য তথ্য:

- **সঙ্গীত:** সেখানে লোকেরা বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং সুন্দর ভজন গাইবে। আপনি চুপচাপ শুনতে পারেন বা সাথে গান গাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন!

- **সাহায্য করা:** আমরা গুরুদ্বারে যেকোনো ধরনের সাহায্য দিতে পারি। আপনি দেখুন যে আপনি কোন সাহায্য করার উপায় খুঁজে পান কিনা, যদিও বা সেটা ছোট হোক না কেন!

মনে রাখবেন: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি নতুন জায়গায় এবং মানুষ সম্পর্কে জানতে হলে মনে সম্মান এবং শেখার ইচ্ছে রাখা উচিত।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

সুপার শিখের দৈনিক ব্যায়াম:

সকালের শক্তি জাগ্রত করা :

- **ওয়াহেগুরুকে স্মরণ করুন এবং খুশি হন:** আপনি যখন জেগে উঠবেন, মনে রাখবেন যে ওয়াহেগুরু আপনাকে ভালবাসেন! সঙ্গে সঙ্গে তাদের "ধন্যবাদ জানান!"
- **আপনার হাত এবং মুখ ধুয়ে নিন:** নিজেকে পরিষ্কার করুন! তাজা অনুভব করা গুরুত্বপূর্ণ।
- **চিরুনি:** পরিষ্কার চুল আপনাদের শক্তিশালী রূপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।
- **একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা বলুন:** আপনি যদি একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা জানেন তবে এটি বলুন, এটি আপনার হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে আসে।

সারা দিন একজন শিখ সুপারহিরো হোন:

- **বড় হৃদয়:** আপনি যখনই পারেন অন্যদের সাহায্য করুন, এতে আপনার ভালো লাগবে!
- **সত্য কবচ:** সত্য কথা বল। সৎ থাকা আপনাকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে।
- **সুপার ফোকাস:** স্কুলে আপনার সেরাটা করুন! শেখা আপনাকে শক্তিশালী করে তোলে।
- **শান্ত থাকার শক্তি:** যদি রেগে যান গভীর শ্বাস নিন, শান্ত থাকা ভালো।

সন্ধ্যার কার্যক্রম:

- **শান্ত সময়:** ভজন শুনুন বা গুরু গ্রন্থ সাহিব থেকে একটি আবৃত্তি পড়ুন। এতে আপনার মন শান্তি পায়।
- **ওয়াহেগুরুকে আলিঙ্গন করা:** ঘুমানোর আগে আপনার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ভালো ঘটনা মনে রাখবেন। প্রতিটি মহান দিনের জন্য ওয়াহেগুরুকে ধন্যবাদ!

মনে রাখবেন:

- **আপনি শিখছেন:** সবকিছু সহজভাবে নিন,সবকিছুতে পুরোপুরি দক্ষ হতে সময় লাগবে।
- **সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন:** আপনার বাবা-মা আপনার শিখ শিক্ষক। তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন!

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com

ছোট শিশুদের জন্য শিখ গল্প

বহুকাল আগে গুরু নানক নামে এক জ্ঞানী ও দয়ালু ব্যক্তি বাস করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অন্য শিশুদের থেকে আলাদা ছিলেন। তিনি চিন্তাশীল এবং যত্নশীল ছিলেন, সর্বদা বিশ্ব এবং এর লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতেন। গুরু নানক এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে সমস্ত মানুষ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক এবং বুঝতে পারবে যে আমরা সবাই সমান, আমরা কোথা থেকে এসেছি বা আমরা দেখতে কেমন তা কোন ব্যাপার না।

তিনি তার জ্ঞান ভাগ করতে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি মানুষকে সদয় হতে, অভাবীদের সাহায্য করতে এবং মনে রাখতে শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সাথে আছেন।শিখ ধর্মের শিক্ষাই এর ভিত্তি হয়ে ওঠে। তাঁর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে যে সমস্ত মানুষ সমান, একই ঈশ্বরের জন্ম। নারীদের সম্মান করুন,তারা আমাদের জন্ম দেয়। শিখরা তিনটি প্রধান নীতিতে বিশ্বাস করে। যেগুলিকে শিখ ধর্মের তিনটি ভিত্তিও বলা হয়,যা নিম্নরূপ:

1. **নাম জাপান (ঈশ্বরকে স্মরণ): ** শিখরা সবকিছুতেই ঈশ্বরকে স্মরণে বিশ্বাস করে। তারা ঈশ্বরের নাম পুনরাবৃত্তি করে এবং মঙ্গল ও ভালবাসায় পূর্ণ জীবনযাপন করার চেষ্টা করে।

2. **কিরাত করনি (একটি সৎ জীবনযাপন করতে): ** শিখদের কঠোর এবং সততার সাথে কাজ করতে শেখানো হয়। তারা সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জনে বিশ্বাস করে এবং অন্যকে প্রতারণা বা আঘাত করে নয়।

3. **ভন্ড ছকনা (অন্যদের সাথে ভাগ করা): ** শিখরা তাদের যা আছে তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে বিশ্বাস করে। এটি খাদ্য, ভালবাসা বা দয়া হোক, শিখদের তাদের চারপাশের লোকদের সাথে এই সমস্ত ভাগ করতে উৎসাহিত করা হয়।

গুরু নানক জি-এর শিক্ষাগুলি গুরুদের একটি সারিতে চলে গিয়েছিল যারা শিখদের পথ দেখাতে থাকে। প্রত্যেক গুরুই সকলের প্রতি ভালবাসা, সমতা এবং শ্রদ্ধা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ ভাগ করে নিয়েছেন।

শেষ গুরু গোবিন্দ সিং জি শিখদের সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন। তিনি শিখদের চুলনা কেটে লম্বা রাখতে বলেছেন এবং পাগড়ী আর দিন দুঃখীদের রক্ষা করার জন্য কৃপাণ ধারণ করতে বলেছেন। গুরু গোবিন্দ সিং জি গুরু গ্রন্থ সাহেবকে গুরু উপাধি দিয়েছিলেন।এই গ্রন্থটি হল একটি খাজনা কারণ এটিতে কেবল গুরু ভজনের ভান্ডারই নেই তার সাথে সাথে মুসলমান এবং হিন্দুদের মত অন্যান্য ধর্মের সাধুদের জন্য উপযুক্ত শব্দ রয়েছে। গুরু গ্রন্থ সাহিব পড়া নিশ্চিত করেছে যে প্রত্যেকে, তাদের পটভূমি যাই হোক না কেন, এর পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে জ্ঞান, ভালবাসা এবং নির্দেশিকা খুঁজে পেতে পারে।

শিখরা তাদের যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু তারা সর্বদা তাদের গুরুদের শিক্ষা মনে রেখেছিল। তারা একটি শক্তিশালী এবং প্রেমময় সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, একে অপরকে প্রয়োজনে সাহায্য করে।

শিখ ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বাস করা হয় যে সবাই সমান, প্রেম এবং দয়া দ্বারা পরিচালিত হওয়া। সুতরাং, আপনি ছয় বছর বা ষাট বছর বয়সী হোন না কেন, শিখ গল্প আমাদের ভাল এবং দয়ালু হতে শেখায়, সর্বদা মনে রাখবেন যে প্রেম এবং সমতা বিশ্বকে একটি ভাল জায়গা করে তোলে।

By Thaminder Singh Anand Sikhbookclub.com